ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন

*প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী**

সার সংক্ষেপ: ক্ষণবাদী দর্শনে বিশ্বাসী দার্শনিক ওমর খৈয়াম মানবজীবনের সুখ-দুঃখে বিচলিত ছিলেন না। নিরহংকার ও মোহমুক্ত ওমর অযথা হা-হুতাশ না করে জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য রুবাইয়ের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। সেই আলোকে এই প্রবন্ধে জীবনদর্শনে কবি ওমরের যে মত ও পথ–তার রূপরেখা চিত্রিত হয়েছে।

প্রায় ছয়শত রুবাইয়াতের রচয়িতা পারস্যের মহাকবি হিসেবে পরিচিত গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম।[১] পারস্য সাহিত্যের একাদশ শতকের এই মহান জ্যোতির্বিদ কবি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একদিকে মহাশূন্যের অসীম রাজ্য, অপরদিকে মানবের বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনার জীবন্ত বিষয়। ওমর একাধারে ছিলেন জ্যোতির্বিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কবি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ওমরের পদবি ছিল 'খৈয়াম'। 'খৈয়াম' অর্থ তাঁবু মেরামতকারী কিন্তু কবি তাঁর নিজ পেশা সম্পর্কে এক চতুষ্পদীতে বলেছেন:

খৈয়াম বটে দিবারাত্র দর্শন-তাঁবু করত সেলাই,
পড়ে গিয়ে শোকের চুলায় জ্বলে পুড়ে হয়েছে ছাই।
কেটে দেছে যমের কাঁচি জীবনের তার রশি সকল,
আশা দালাল বেঁচে তারে মূল্য কিছুই লাভ করে নাই।[২]

এই রুবাই থেকে স্পষ্ট যে, ওমরের 'খৈয়াম'[৩] পদবি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁবু মেরামত করেননি; তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদি মেরামত করেছেন, এ সবের যে অংশ ছেঁড়া-ফাটা ছিল তা সেলাই করেছেন মাত্র। কিন্তু মৃত্যু-যম তার কাঁচি দিয়ে সেলাই সুতা সবকিছু কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে, অবশেষে প্রকৃত মূল্য হতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি বঞ্চিত হন। অন্য এক রুবাই-এ কবি বলেছেন:

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের সূত্র রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।[৪]

এই রুবাই হতে জানা যায় যে কবি একজন বড় দার্শনিক, তিনি গভীর তত্ত্বসমূহ ঘাঁটাঘাটি করে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্র ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞানেরও বিষয়। বহু বিষয়ের ওপর ওমর খৈয়াম চমৎকার আঙ্গিকে তাঁর রুবাইয়াত রচনা করেছেন। তাঁর রুবাইয়াতের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো

---

*ডিন, লিবারেল আর্টস অ্যান্ড হিউম্যান সায়েন্স অনুষদ, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, খুলনা।

জীবনদর্শন–যা তিনি নিজস্ব পরিকল্পিত চিন্তাধারা অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলেছেন। সংশয়বাদী কবি মাঝে মধ্যে আশা ও নিরাশার মধ্যে আবার ঘুরপাকও খেয়েছেন। ফলে তাঁর মধ্যে এক দ্বৈতসত্তা কাজ করেছে।

মহান আল্লায় বিশ্বাসী কবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবের কষ্টের জন্যে আল্লাহর ওপর দোষও চাপিয়েছেন। সেখানে তিনি ভাগ্যের কথা বলে মানুষের দোষকে এড়িয়ে গেছেন। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তিনি হতাশ হয়েছেন, আবার আশাও ছাড়েননি। কবির এহেন দোদুল্যমানতা তাঁকে পৃথিবীর এক বিশেষ স্থানে দাঁড় করিয়েছে। সেখান থেকে জীবনকে কীভাবে গড়তে হবে তা তিনি পরখ করেছেন। আর জীবনকে ওমর মূল্যহীন ও অকার্যকর বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনেক সংশয়, নিরাশা, দুঃখ ও বেদনা তাঁর মনকে পীড়িত করলেও এ সবের ভিতর দিয়ে কবি এক দৃঢ় শক্তিশালী অথচ আবেগময় জীবনের সন্ধান করেছেন। জীবন সাধারণত ভালো-মন্দের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। মন্দের ভাগ বেশি হলেও ওমর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কীভাবে মানবজীবন পরিচালিত হতে পারে, তার স্পষ্ট রূপরেখা এঁকেছেন।

বস্তুত জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে এগিয়ে নেয়ার ও গঠন করার অনেক প্রস্তাব তাঁর রুবাইয়াতের ভাষায় ও ছন্দে উপস্থাপিত। ওমরের এই জীবনদর্শন কতকগুলো বাস্তব পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, তিনি সময়কে অপচয় না করে একে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর উপদেশ দিয়েছেন এভাবে:

জানি স্বাধীন ইচ্ছামত যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।[৫]

ওমর খৈয়াম অত্যন্ত সংবেদনশীল এক প্রেমিক-কবি। তিনি জীবনের জন্য বিশেষ কিছু মহার্ঘ্য বা আয়েশ দাবি করেননি। বরং অত্যন্ত সামান্য কিছু নিয়ে জীবনের পূর্ণতাকে অবলোকন করেছেন এবং সেটাই বোধ হয় তাঁর কাম্যও ছিল:

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিলকে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইবো নাকো তখৎ আমি শাহানশার।[৬]

উপরের রুবাইটির মর্মার্থের জন্যে ওমরকে ভোগ-সুখবাদ প্রচারের দোষে দোষী করা হয়। কিন্তু It (Epicurean philosophy) also expresses his revolt against the hypocrisy and fanaticism of the dogmatic priesthood.[৭]

বলা হয়ে থাকে, সকল মহৎ কবিই স্বভুবনে এক ধরনের রাজার রাজা। রাজারা রাজত্ব করেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু কবিরা রাজত্ব করেন যুগ-যুগান্তর। একজন

শাহানশার অনেক বিষয়-সম্পদ কিন্তু কবি ওমর তাঁর জীবনের জন্য দাবি করেছেন শুধু একটু রুটি, প্রিয়া, একখানি কবিতার বই ও এক সোরাহি সুরা এবং এ সবই কবির নিকট একজন বাদশার শান-ঐশ্বর্যের সমতুল্য। বস্তুত এই প্রত্যয়ের মধ্যে তিনি স্বর্গসুখ অন্বেষণ করেছেন। যদিও এ ধরনের রুবাই জীবনের অলসতাকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সমর্থন করে, তবু- Idleness did not, however, draw him into laziness or fashionable debauch, or on to the Turf. He chose for his favourite motto: "Plain living and high thinking".[৮] এ থেকে বোঝা যায়, খৈয়াম মোটেই মনে-প্রাণে অলসতা সমর্থন করেননি। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ এবং তা ছিল সাধারণভাবে জীবনযাপন করা এবং উচ্চমানের চিন্তা-ভাবনা পোষণ ও লালন করা। বিশ্বের অনেক বিখ্যাত দার্শনিকের জীবন, যেমন সক্রেটিসের জীবন এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে।

সৌন্দর্যপ্রিয় কবি ওমর জীবনকে অত্যন্ত সাধারণভাবে, সততার সঙ্গে ও বিনয়ভরা হৃদয়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন। গর্ব, অহংকার, কপটতা, ভণ্ডামিকে তিনি কঠিনভাবে ঘৃণার চোখে দেখেছেন এবং অপূর্ব ভাষার ব্যঞ্জনায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন:

ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়-লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ![৯]

কবি ওমর জীবনকে এ ধরনের ভণ্ডামির কলুষতা হতে মুক্ত করে জ্ঞানীর হাতে ন্যস্ত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই জ্ঞানী যেন অর্বাচীন, অহংকারী ও অযোগ্য না হয়, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধিতে তিনি যেন পাকাপোক্ত হন। কী অপূর্ব তাঁর সেই প্রত্যাশা!

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি করবে তাহা বিসর্জন![১০]

অজ্ঞ, আনাড়ি, অমার্জিত, অভদ্র ব্যক্তি হতে কবি সবসময় জীবনকে দূরে রাখার জন্য রুবাইয়াতের মধ্য দিয়ে আকুতি জানিয়েছেন। এই রুবাই-এর মধ্যে একটি 'বিরোধাভাস'-এর মাধ্যমে তিনি জ্ঞানী ও আনাড়ির পার্থক্যগত পরিছন্ন একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নির্বোধ ও অর্বাচীন ব্যক্তি জীবনকে কোনো সাহায্য করতে পারে না, তাদের কোনো মহত্ত্বের উপলব্ধি নেই, সত্যের আলোর প্রতি তারা সর্বদা অন্ধ। তাই তারা অমৃত দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য কবি উপদেশ দেন, কারণ

প্রকৃতপক্ষে তারা অমৃত চিনে না। কবির মতে জীবনের প্রত্যয়কে শক্তিশালী করার জন্য, হৃদয়কে আলোকিত করা শুধু একজন জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়, বরং ঐ জ্ঞানীরও যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ তার মধ্যে গভীর জীবনবোধ ও সত্য উপলব্ধির পরিপূর্ণতা থাকতে হবে। অন্তরহীন ও অমার্জিত ব্যক্তি তাই কবির কাছে বাতিলযোগ্য:

বন্ধু বেছে নিস্‌নে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।[১১]

দার্শনিক ওমর জীবনকে এদিক থেকে পরিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে চেয়েছেন। মনোরম চাকচিক্যময় দুনিয়ার কোনো কিছুর আকর্ষণ হতে তিনি জীবনকে দূরে অবলোকন করেছেন, জীবনের নির্ভীক মর্যাদার প্রতি কবি নিতান্ত সজাগ। কবির নিকট এ জীবন প্রকৃতই দামী, সুন্দর ও আত্মমর্যাদাবোধের অধীন। কোনো কিছুর জন্যে জীবনকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা ভরে দেখা কবির পক্ষে হীনমন্যতার শামিল। জীবনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে তিনি মুক্ত রাখার জন্য মিনতি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠতে হবে এবং বন্যার মতো প্রাণকে ভাসিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া জীবনের গভীরতা ও স্থায়িত্ববোধ সম্পর্কে কবি সচেতন। মানুষকে পথের ধুলো হতে তিনি নিষেধ করেছেন, কারণ তা হলে সবাই এই সুন্দর মূল্যবান জীবনকে অনায়াসে পায়ে মাড়িয়ে যাবে:

দাস হয়ো না মাৎসর্যের, হয়ো নাকো অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর না করে ঠুনকো যশো-খ্যাতির সখ,
অগ্নিসম প্রদীপ্ত হও, বন্যাসম প্রাণোদ্বেল,
হয়ো নাকো পথের ধুলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক।[১২]

কবি ওমর মানবপ্রবৃত্তির সহজাত ধর্মকে নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। প্রবৃত্তির সহজাত গুণগুলোকে বরং লালন করলে মানবজীবন সকল বাধা-বিপদ ও অসহায় অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হয়ে এক প্রেমময় ও জ্ঞানময় পরিবেশে বিরাজ করতে থাকবে। দুঃখ জীবনের সাথী, তা জীবনের সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, দুঃখ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। প্রসঙ্গত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের মতে দুঃখ মানুষকে জ্ঞানী বানায়। এই দুঃখকে কবি ওমর দূর করার সহজ উপায় দেখিয়েছেন:

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ শোকের এই দাওয়াই,
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই।
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে এই যে ভাই।[১৩]

এই রুবাইয়ের শেষের দুই লাইনে কবি ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায় উৎঘাটন করে দিয়েছেন। ওমর ঠিকই বলেছেন, অভাবের কারণে কখনও যেন স্বভাব নষ্ট না হয় অর্থাৎ অভাবে স্বভাব নষ্ট না করলে কারুর অভাব হওয়ার কথা নয়। অভাব ছিল, আছে ও থাকবে, সুতরাং অভাবে মানবপ্রবৃত্তির সততা ও স্বচ্ছতা নষ্ট করলে মানবজীবন গঠনের জন্য যে ছয়টি গুণ অপরিহার্য, তা লাভ করা সম্ভব হবে না। মানবজীবন প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য– এই ছয়টি সম্পদ অলংকৃত করে থাকে। মর্যাদাশীল জীবনের জন্য মহামূল্যবান এই গুণ বা সম্পদগুলো আয়ত্ত করতে হলে কবির মতে, ধৈর্য, শিষ্টতা, সৎস্বভাব ইত্যাদির যথার্থ লালন প্রয়োজন। তাই জীবন গঠনের জন্য দার্শনিক ওমর অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

ওমর খৈয়াম অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও দৃঢ় চরিত্রের এক উন্নত মহান পুরুষ ছিলেন। নিজ স্বকীয়তাকে কোনোদিন তিনি জলাঞ্জলি দিতে রাজি নন। পৃথিবীতে তথা সমাজে অন্যের মতো তিনিও একজন মানুষ, তবে তিনি যারপরনাই দৃঢ়চেতা-ভাগ্যকে মেনে নেয়ার জন্যে সবসময় প্রস্তুত:

অঙ্গে রক্ত মাংসের এই পোষাক আছে যতক্ষণ-
তকদীরের ঐ সীমার বাইরে করিসনে তুই পদার্পণ।
নোয়াসনে শির, 'রুস্তম' 'জাল' শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত যদি হয় 'হাতেম-তাই' তাহারও দান নিসনে, শোন![১৪]

খৈয়াম মানবজীবনের সৃষ্টি কৌশল নিয়েও রুবাইয়াত রচনা করেছেন। এ ধরনের একটি রুবাই-এর অনুবাদ নীচে তুলে ধরা হলো। এর অনুবাদক নুরুন নাহার বেগম, যিনি মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ করেছেন:

কিবা অপরূপ মুখখানি মোর বসন্তফুল সম,
কিবা দেহখানি তরুসম যেন অপূর্ব মনোরম।
জানি না কেন বা অজানা কোন সে শিল্পী চিরন্তনী,
সৃজিল আমাকে কোন প্রয়োজনে আনন্দগৃহে মম।।[১৫]

অনুবাদক তাঁর পুস্তকে আবার গদ্য অনুবাদও দিয়েছে, যা নিম্নরূপ:

'কি অপরূপ সুন্দর আননখানি আমার টিউলিপ ফুলের মত। কি অনুপম দেহখানি আমার ঝাউবৃক্ষের মত। আমি জানিনা কোন সে অজানা শিল্পী কি প্রয়োজনে আমাকে এই আনন্দগৃহে সৃষ্টি করলেন।' এই রুবাইটিতে ওমর মানবের চেহারা ও দেহ– উভয়ই সুন্দর ও মনোরম বলেছেন। পাক কোরানে সুরা 'আত ত্বীন' এ উল্লেখ আছে:

'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানে তাকউইম', অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করেছি। রুবাই-এ 'শিল্পী চিরন্তনী' বলতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বুঝিয়েছেন।

ভারতের পশ্চিম বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছেন। তিনি পুস্তকের ভূমিকায় বলেন, 'একবার কোন একটা কাজে আমায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থপঞ্জী ঘাঁটতে হয়। তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম, বাংলা ভাষায় আবহমান কাল ধরে ওমরের কবিতা অনূদিত হয়ে আসছে। কম করেও পঞ্চাশ জন তাঁর কবিতা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন।.......সেই থেকে, স্বপ্নের মধ্যে, ওঁদের সকলের গোত্রভুক্ত হবার বাসনা পুষে আসছিলাম। আজ সেই বাসনা পূরণ হলো'।[১৬]

খৈয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– নিয়তি; বলাবাহুল্য যা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবন, গৌরব, বীরত্ব, পৃথিবী– সবই ক্ষণস্থায়ীঃ

গল্প কথায় অল্পে বলে : সিংহ এবং সরীসৃপে
জাম্‌শিদের গৌরবে থাকে একত্র ও রাজসমীপে
শিকারীদের সবার শ্রেয়, বাহ্‌রামকে, বন্য গাধায়
বধ করেছে, ঘুমান তিনি, আমরা দেখি দৈব ধাঁধা।।[১৭]

উপরের রুবাইটিতে জাম্‌শিদ বাদশা ও পৃথিবীর এক কালের শ্রেষ্ঠশিকারী বাহ্‌রামের নিয়তির কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। জাম্‌শিদ বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার রাজকীয় জৌলুস, আমোদ-প্রমোদ সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তদরূপ রাজশিকারী বাহ্‌রাম যে সারাজনম বাঘ-সিংহ শিকার করেছেন, আজ তিনি মৃত্যুর শিকার হয়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেছেন।

ভারতের লক্ষ্ণৌ-এর বাসিন্দা জাস্টিস রায় বাহাদুর অপ্রকাশ চন্দ্র বোস ফার্সি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন বড় প্রেমিক ছিলেন। তিনি মূল ফার্সি হতে ওমরের ৭৭৩টি রুবাই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তাঁর অনূদিত নীচের রুবাইটি খুব চমৎকারঃ

In thy love, reproach is not shameful, in this regard there is no quarrel with those who are ignorant (of my love): the sweet sherbat of love is for all heroes and it is not for the pusillanimous to enjoy its luxurious sweetness.[১৮]

এই রুবাইটিতে কবি বলেন, ঐশী প্রেমে তিরস্কৃত হওয়া কোনো লজ্জাকর বিষয় নয়। আমার এই প্রেম-ভালোবাসার বিষয়ে যারা অজ্ঞ তারাই শুধু বিবাদ বাঁধায়। কেবল

বীরদের জন্য প্রেমের শরাব উপযোগী, ভীরু কাপুরুষরা এর পর্যাপ্ত মিষ্টতা উপভোগ করতে অক্ষম। কাজেই জীবনের জন্য ঐশী প্রেম প্রয়োজন তা কবি অনুধাবন করেন।

দার্শনিক খৈয়ামের জীবনদর্শন একটি মহিমান্বিত উজ্জ্বল জীবনকেই নির্দেশ করে। মানুষ হয়ে মানুষের নিকট মাথা নত করতে তিনি নিষেধ করেছেন; এমনকি যদি মহাবীর রুস্তম-এর মতো ব্যক্তি তার শত্রুও হয়। অপরদিকে বিশ্ববিখ্যাত মহানদাতা হাতেম-তাইও যদি বন্ধু হয় তবু তাঁর নিকট হতেও দান হিসেবে কপর্দক গ্রহণ করতে তিনি রাজি নন। এ সত্যিই এক মহৎ জীবনের অঙ্গীকার, যা কাব্যের ভাষাতে অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হয়েছে। কবি তকদির বা ভাগ্যলিখন মেনে নিয়ে জীবনের সত্যকে আঁকড়ে ধরতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ সত্যের উপরে কোনো কিছু মহান-এর অস্তিত্ব-এ চিন্তা করা ব্যর্থতারই নামান্তর। সবকিছুই অনস্তিত্বে বিলীন হবে, তখনও সত্য থেকে যাবে। তাই দার্শনিক খৈয়াম গেয়েছেন:

খামকা ব্যথার বিষ খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেববাজির এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়,
আখেরে ত দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন-ভয় ভাবনা যাক চুলায়![১৯]

পৃথিবী এখন শেষ জামানায় বিরাজ করছে। এর পরেই তো কেয়ামত। এখান থেকে এক হাজার বছর আগে দার্শনিক ওমর সমাজ ও জামানার অবস্থা এই রুবাইয়ে তুলে ধরেছেন। সেই হাজার বছর আগের জামানা অবিশ্বাস, বঞ্চনা, প্রতারণায় ছিল পরিপূর্ণ, ঠগ, দাগাবাজ ব্যক্তিরা সমাজে অন্যায় করতে দ্বিধা করত না। তাই ওমর মানুষকে হতাশা, ভয়, দুঃখ, বেদনায় ভেঙ্গে না পড়ে সত্য-ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে জীবনকে এগিয়ে নেয়ার উপদেশ দিয়েছেন। জগৎ নানা অমূল্য সুন্দর মনোরম জিনিসের কেন্দ্রস্থল। এসব বস্তু দেখতে কত চমৎকার, কত মনোহর! কিন্তু দার্শনিক খৈয়ামের মতে প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট এ সব কিছুই মূল্যহীন। কবি জীবনকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ দেন। তাই দেখা, শুনা ও কথা বলা হতে বিরত থাকা সম্পর্কে ওমর বলেন:

জগৎ মাঝে জীবন- পথে সতর্কতা চলা উচিত,
জগতের সব কাজে কথায় মুখটি বুঁজে থাকা বিহিত।
যাবত তোমার চক্ষু কর্ণ জিহ্বা দেহে থাকে বজায়,
পৃথিবীতে থাকবে যেন চক্ষু-কর্ণ জিহ্বা রহিত।[২০]

জীবনের গোপন রহস্য অযোগ্য, মূর্খ, অর্বাচীনদের নিকট প্রকাশ করার জন্য কবি নিষেধ করেছেন, কারণ এই সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞানের সারবস্তু বুঝতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সুতরাং তাদের নিকট উচ্চ জ্ঞানমার্গের তথ্য বা তত্ত্বকথা প্রকাশ করলে তারা প্রকৃত

অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবে এবং এর ফলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ওমর বলেছেন:

অযোগ্যের ঠাঁই রেখো গোপন রহস্যটি সাবধানে,
ফাঁস করো না ভেদের কথা কভু মূর্খদেরি স্থানে।[২১]

খৈয়াম মানুষকে সবসময় খুশী রাখার জন্য তার জীবনদর্শনের অংশ হিসেবে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনে আনন্দ ও শান্তি সৃষ্টির উপায় ও পদ্ধতি চতুষ্পদীর মধ্যে অবিচলভাবে ব্যক্ত করেছেন:

এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার,
মুসলিম খ্রীষ্টান ইহুদী সবার যশো গাঁথা গাও।[২২]

দার্শনিক ওমর জীবনের কোনটি উত্তম কাজ, কোন কাজের দ্বারা হৃদয়ে হৃদয়ে সংহতি বজায় থাকবে এবং কোন কাজের দ্বারা তাঁর মতে পুণ্য অর্জন করা সম্ভব, তা নিম্নোক্ত রুবাই-এ অপূর্ব ভাষার লালিত্যে প্রকাশ করেছেন:

মরুর বুকে বসাও মেলা উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের!
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ-
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।[২৩]

একটি মানব হৃদয়কে খুশী রাখা ও ভালোবাসা কবির নিকট এমন একটি মহৎ কাজ, যার তুলনা জগতে বিরল। মরুভূমির বুকে জমজমাট উপনিবেশ স্থাপন, এমনকি হাজার কয়েদি মুক্ত করার চেয়েও একটি হৃদয়কে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা ও খুশী করা উজ্জ্বল জীবনের একটি মহত্তম উপায় এবং এখানেই মানব হৃদয়ের সার্থকতা।

দার্শনিক ওমর প্রবলভাবে মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রের প্রতি সবসময় লক্ষ রাখার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তারা যেন তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত না হয়, কারো মনে-প্রাণে ব্যথা না দেওয়ার জন্য এবং ক্ষতি না করার জন্য ওমর মিনতি জানিয়েছেন এভাবে:

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
কারুর প্রাণে দাওনা ব্যথা মন্দ কারুর নাহি চাও,
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে নাইবা চললে তায় বা কি!
আমি তোমায় স্বর্গ দিব, আপাতত শরাব নাও।[২৪]

দার্শনিক ওমর খৈয়াম বর্তমানকে নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর মতে অতীত ও

ভবিষ্যৎ মূল্যহীন, যা চলে গেছে এবং যা এখনও আসেনি–এ সবের ওপর আস্থা রাখা তাঁর মতে জীবনের জন্য অর্থহীন:

> Ah, take the Cash, and let the Credit go
> Nor heed the rumble of a distant Drum.[২৫]

এভাবে ওমর আখেরি অর্থাৎ শেষ জামানার জীবনকে সুন্দররূপে অল্প তুষ্টি নিয়ে উপভোগ করার জন্য অনেক চতুষ্পদীতে উপদেশ, অনুরোধ ও মিনতি জানান। ওমরের নিকট জীবন ও জগৎ অর্থহীন ও মূল্যহীন, কারণ একদিন সবই অনস্তিত্বে বিলীন হবে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে অল্পে খুশী থেকে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

এটাই দার্শনিক খৈয়ামের জীবনদর্শনের সারকথা।

উল্লেখপঞ্জি:

১. মোবাশ্বের আলী, বিশ্বসাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ২০৪।

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ২১।

৩. টিকা, 'খৈয়াম' অর্থ তাঁবু মেরামতকারী।

৪. কান্তি ঘোষ (অনু), সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম' শীর্ষক ভূমিকা হতে গৃহীত, রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, মোহন লাইব্রেরী কলিকাতা-৯, ১৯৬৫।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, মোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯, ১৯৬৫, ৩০-সংখ্যক রুবাই।

৬. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত ৬১-সংখ্যক রুবাই।

৭. Najib Ullah, Islamic Literature, Washington Square Press, Inc. New York, 1963, p. 265.

৮. Robert Graves and Omar Ali Shah, Rubaiyyat of Omar Khayaam, Penguin Books, Great Britain, 1972, p. 18.

৯. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত, ১৩৫-সংখ্যক রুবাই।

১০. প্রাগুক্ত, ১৪৪-সংখ্যক রুবাই।

১১. প্রাগুক্ত, ১৪২-সংখ্যক রুবাই

১২. প্রাগুক্ত, ১৪৩-সংখ্যক রুবাই।

১৩. প্রাগুক্ত, ১৪৬-সংখ্যক রুবাই।

১৪. প্রাগুক্ত, ১৫৫-সংখ্যক রুবাই।

১৫. নুরুন নাহার বেগম (অনু), রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম, লেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, প্রাগুক্ত, ১-সংখ্যক রুবাই।

১৬. শক্তি চট্টোপাধ্যায় (অনু), ওমর খৈয়ামের রুবাই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৮।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১।

১৮. A. C. Bose, Rubaiyyat-i-Omar Khayaam, Modern Book Depot, 78 Chowringhee Centre, Calcutta-13. Rubai No.155.

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, প্রাগুক্ত, ১৮১-সংখ্যক রুবাই।

২০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, পৃষ্ঠা ২২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম (অনু), রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম, ১৮৭-সংখ্যক রুবাই।

২৩. প্রাগুক্ত, ৬৮-সংখ্যক রুবাই।

২৪. প্রাগুক্ত, ১৪০-সংখ্যক রুবাই।

২৫. Edward Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam, Macmillan, 1967, p. 31.